গাংনী বাজারে রাজমণি শপিং মলের কর্মচারীদের হাতে ক্রেতা লাঞ্চিত

মেহেরপুরের গাংনী বাজারের রাজমণি শপিংমলে সেন্ডেল ক্রয় করতে এসে শারীরিক লাঞ্চিত হয়েছে দুই মহিলা ক্রেতা। প্রতিবাদে ওই মহিলাদের অভিভাবক শপিং মলের মালিক রেজাউলকে স্যান্ডেল দিয়ে মারধর করলে শপিং মলের কর্মরত শ্রমিকরা মুকুল নামের একজনকে পিটিয়ে আহত করেছে। এবং তার কাছে থাকা ৫ হাজার ৪০০ টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে এমন অভিযোগ করেন মুকুল সহ ওই তিন মহিলা।

বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে চারটার সময় গাংনী বাজার বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন রাজমণি শপিংমলে এই ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে । ক্রেতাদের মধ্যে শুরু হয় হট্টগোল ও সমালোচনা। রাজমনির শপিং মলের মালিক রেজাউলের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ খাড়া করেন অন্য ক্রতারাও।
মুকুল জানায়, তার তার স্ত্রী ও দুই কন্যা রাজমনি শপিংমলে স্যান্ডেল ক্রয় করতে আসলে দোকানে কর্মরত শ্রমিকরা স্যান্ডেলের মূল্য অতিরিক্ত চাওয়াই ক্রেতাদের সাথে বাকবিতণ্ডা হয়। এসময় ক্রেতাদের বিভিন্ন ভাবে অপদস্থ মুলক কথাবাত্রা বলে দোকানের শ্রমিক । পরে ৪৫০ টাকা দিয়ে স্যান্ডেল ক্রয় করে বাড়ি চলে যান দুই মহিলা । বিষয়টি বাড়িতে জানালে স্যান্ডেল সহ মুকুল শপিংমলে প্রবেশ করে এবং শপিংমলের মালিক রেজাউলকে স্যান্ডেল দিয়ে মারধর করে। শপিংমলে শ্রমিকরাও পাল্টা মুকুলকে মারধর করে এবং তার জামাকাপড় ছিঁড়ে দেয়। মুকুলের অভিযোগ মুকুলের স্ত্রীসহ মেয়েকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। এবং তার কাছে থাকা ৫৪০০ টাকা ছিনিয়ে নেয়।
এ ঘটনায় স্থানীয় ক্রেতারা ফুঁসে ওঠেন। অন্যান্য ক্রেতারাও ব্যবসায়ীকে লাঞ্চিত করার চেষ্টা করলে তাৎক্ষণিক বাজার কমিটির সভাপতি মাহবুবুর রহমান স্বপন উত্তেজিত ক্রেতাদের সামাল দেয়ার চেষ্টা করেন। পরে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। সিসিটিভির ফুটেজ দেখে ঘটনার বিষয়ে অবগত হন। পরে গাংনী পৌরসভার কাউন্সিলর মোকসেদ আলী এবং পৌর মেয়র আহমদ আলী বিষয়টি আমলে নিয়ে বাজার কমিটি ও পুলিশ প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন।
সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, স্থানীয় মুকুল শপিংমলে প্রবেশ করে ব্যাংক থেকে সেন্ট্রাল বের করে শপিং মলের মালিক রেজাউল কে মারধর করে। পরে শপিং মলের অন্য শ্রমিকরাও মুকুলকে মারধর করে।। বাজারে

থাকা অন্যান্য ক্রেতারাও শপিং মলের মালিক রেজাউলের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে ধরেন এবং বলেন, রেজাউল মাঝেমধ্যেই ক্রেতাদের সাথে খারাপ আচরণ করেন।এবং তার শপিংমলের প্রতিটি জিনিস অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি করেন। শপিংমলে প্রশাসনিক কোনো তৎপরতা না থাকায় শপিং মলের মালিক উচ্চমূল্যে সকল পণ্য বিক্রি করেন।
শপিং মল এর মালিক রেজাউল জানান, আমার কোনো লোক মুকুলের বা তার মেয়ের গায়ে আগে হাত তোলে নি, সে এসেই আমাকে মারধর করলে আমাকে রক্ষা করতে আমার কর্মরত শ্রমিকরা তাকে মারধোর করে দোকান থেকে বের করে দেয়।
গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান ঘটনাটি আমি শোনার সাথে সাথে সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনো পক্ষই আমার কাছে অভিযোগ করেনি অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।
গাংনী পৌর মেয়র আহমেদ আলী জানান, ব্যবসায়ী এবং ক্রেতাদের বিষয়টি বাজারসংশ্লিষ্ট তাই বাজার কমিটিকে বিষয়টি নিরসনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বাজার কমিটি সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হলে আমি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

এবার মাংস বাজারে গাংনীর মেয়র

গাংনী বাজারে কোনো সিন্ডিকেট থাকবেনা। সিন্ডিকেট যুগ ফুরিয়ে এসেছে। শেখ হাসিনা সরকারের সময় সিন্ডিকেট সৃষ্টিকারিদের কোনো যায়গা নেই। গাংনী পৌরসভায় ব্যাবসায়ীরা সিন্ডিকেটে তরমুজ বিক্রি করতে গিয়ে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। মাংস ব্যাবসায়ীদের প্রাথমিক ভাবে সতর্ক করা হচ্ছে । সরকার নির্ধারিত মুল্যে মাংস বিক্রি করতে হবে। চাহিদা দেখে মাংসের মুল্য বৃদ্ধি করা হলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানান মেয়র আহম্মেদ আলী।

বৃহস্পতিবার সকালে গাংনী পৌর মাংস বাজারে ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে তিনি হুশিয়ারি দেন। ক্রেতাদের অভিযোগ গাংনেী পৌর বাজারে কতিপয় মাংস ব্যবসায়ী বেশি দরে মাংস বিক্রি করছিলেন এমন অভিযোগ করা হলে গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী তড়িত মাংস বাজার পরিদর্শন করেন। ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনারা যারা মাংস নিতে আসবেন তারা অবশ্যই আমাকে বাজারের পরিস্থিতি জানাবেন। আমি আপনাদের খাদেম হিসেবে পাশে আছি|

গাংনীর ভাটপাড়া বাজারে দু’মাংস ব্যবসায়ীর জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া বাজারে বেশি দরে মাংস বিক্রি করার অপরাধে দু’ মাংস ববসায়ীর অর্থদন্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার সময় ভ্রাম্যমান আদলতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট নুর-ই-আলম সিদ্দিকী ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। এসময় ভাটপাড়া বাজারের মাংস বিক্রেতা বরকত আলীকে তিন হাজার টাকা এবং রফিকুল ইসলামকে এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট নুর-ই- আলম সিদ্দিকী বলেন,মাংস ক্রেতাদের অভিযোগের ভিত্তিতে বাজারে গিয়ে বেশি দরে মাংস বিক্রি’র বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ায় দু’জনকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪০ ধারায় তাদের অর্থদন্ডে দন্ডিত করা হয়।
এছাড়া ৫৫০ টাকার বেশি দরে মাংস বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জানানো হয়।

গাংনীর ভাটপাড়ায় পানিবন্দি অর্ধশত পরিবার

মেহেরপুরের গাংনীর সাহারবাটি ইউনিয়নর ভাটপাড়া গ্রামে মাত্র একটি কালভার্ট না থাকায় প্রতিবছর বর্ষার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পানিবন্দি হয়ে পড়েন গ্রামের অর্ধশত পরিবার। বিভিন্ন সময়ে জন প্রতিনিধিসহ উপজেলা প্রশাসন একটি কালভার্টের ব্যবস্থা করে জনদুর্ভোগ দুর করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসলেও আজো তা কমেনি। বরং বেড়েছে। উপজেলা প্রশাসন বলছে কাজ আমাদের না সড়ক ও জনপদের। তবে সড়ক ও জনপদ বিভঅগের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

একই দিনে বাবা ও চাচাকে হারালেন সাংবাদিক অল্ডাম

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার সংবাদদাতা আমিরুল ইসলাম অল্ডামের বাবা হাজী মহাম্মদ ফয়েজ উদ্দীন শেখ ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না-রাজিউন)।

রবিবার দিবাগত রাত পৌনে ১০টার সময় বার্ধক্যজনিত কারণে নিজ বাসভবনে হাজী মহাম্মদ ফয়েজ উদ্দীন শেখ শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি স্ত্রী,সন্তানসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।
মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। হাজী মহাম্মদ ফয়েজ উদ্দীন মেহেরপুরের গাংনী পৌর এলাকার চৌগাছা গ্রামের বাসিন্দা। হাজী ফয়েজ উদ্দীন শেখের জানাজা নামাজ আজ সোমবার সকালে অনুষ্ঠিত হবে।

এদিকে, গতকাল রবিবার ভোরে সাংবাদিক অল্ডামের চাচা হাফিজ উদ্দিন শেখ ইন্তেকাল করেন। দুপুরে মরহমের জানাযা ও দাফন সম্পন্ন হয়। সাংবাদিক আমিরুল ইসলাম অল্ডামের বাবা ও চাচার মৃত্যুতে শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন মেহেরপুর প্রতিদিন পরিবার, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবসহ জেলায় কর্মরত সাংবাদিকসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ।

গাংনীর কাজিপুর থেকে গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর খন্দকারপাড়ায় অভিযান চালিয়ে ৫০০গ্রাম গাঁজাসহ শিপন আলী (৩৫) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ।
গতকাল শনিবার রাতে ডিবির এস আই আহসান হাবিব ও এএসআই হেলাল

উদ্দীনের নেতৃত্বে একটি দল অভিযান পরিচালনা করেন।
আটক শিপন আলী কাজিপুর খন্দকারপাড়ার ওছিম উদ্দীনের ছেলে। তার বিরুদ্ধে গাংনী থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

গাংনীর সাহারবাটিতে বোমা হামালার ঘটনায় আরো এক আসামী গ্রেফতার

গাংনীর সাহারবাটিতে বোমা হামলার ঘটনায় জাকির হোসেন জেকু নামের আরো একজন আসামীকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

শনিবার সকালে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম সাহারবাটি গ্রামে অভিযান চালিয়ে নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করে। জাকির হোসেন জেকু সাহারবাটি গ্রামের মৃত তুয়াজউদ্দিনের ছেলে।

তিনি বোমা হামলা মামলার পলাতক আসামী। এ পর্যন্ত উভয় পক্ষের তিনজন আসামীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, সাহারবাটি গ্রামে প্রকাশ্যে বোমা হামলার ঘটনায় আওয়ামী লীগের দুপক্ষের দুটি মামলা হয়েছে।

মামলা দুটিতে আসামী করা হয়েছে ৫৭ জনকে। এদের মধ্যে দু’পক্ষের তিনজন আসামী গ্রেফতার হয়েছে। বাকি আসামীদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

গাংনীতে ঈদের আমেজে ক্লান্তিহীন কেনা কাটা

মেহেরপুরের গাংনীর নওয়াপাড়া গ্রামের গৃহবধু মৌসুমি খাতুন এসেছেন ঈদের পোশাক কেনাকাটা করতে। সাথে ননদ ও দু কন্যা, ননদ রুবিনা আর দেবর লালনকে নিয়ে। সকালে এসেছেন। দুপুর পর্যন্ত সবার জন্য পোশাক কিনেছেন। এখন ওই পোশাকের সাথে মিলিয়ে কিনবেন লীপস্টিক। ভীড় জমিয়েছেন প্রসাধনীর দোকানে। শুধু মৌসুমী নয় তার মতো অনেকেই স্বপরিবারে যুক্ত হয়েছেন ক্লান্তিহীন কেনা কাটায়। ভিড়, আর ধাক্কাধাক্কি সবকিছু ছাপিয়ে বাড়ি ফেরার পথে সবার হাতেই ছিল একের অধিক ব্যাগ। বিভিন্ন বিপণি বিতানগুলোও যেন রয়েছে ক্রেতার দখলে।

বিভিন্ন মার্কেট ও শপিং মলে গিয়ে দেখা গেছে, ঘর্মাক্ত দেহ নিয়ে পছন্দের অনুসঙ্গ কেনার জন্য ছুটছেন এ দোকান থেকে ও দোকানে। বিভিন্ন রং আর ডিজাইনের কাপড় দেখে পছন্দ করার পর চলে দর কষাকষি। অবশেষে পছন্দের পোশাক কিনতে পেরে বেজায় খুশি ক্রেতা আর বিক্রেতা পোশাকটি বিক্রি করতে পেরে বেজায় লাভের মুখ দেখায় তার মুখেও মৃদু হাঁসি। এভাবে মায়ের হাত ধরে মেয়ে স্বামীর হাত ধরে স্ত্রী আর প্রেমিকের হাত ধরে প্রেমিকা ছুটছেন এক মার্কেট থেকে অন্য মার্কেটে।

বাংলা ও বাঙ্গালীয়ানায় নারীর ঐতিহ্যবাহী অনুসঙ্গ শাড়ী। শাড়ী ছাড়া বাঙ্গালী নারীর কোন অনুষ্ঠানই যেন বেমানান। সেই শাড়ীর সাথে রয়েছে নারীদের নাড়ীর টান বাঙ্গালীয়ানা। সেই টানেই তারা ছুটে চলেছেন এক দোকান থেকে অন্য দোকানে শাড়ী কিনতে। দোকানে পাওয়া যাচ্ছে ঐতিহ্যবাহী কাতান, বালিচুরি, রাজশাহী সিল্ক। পাবনার তাঁতের শাড়ি যেমন নারীদের মন কাড়ছে তেমনি টাঙ্গাইলের গ্রামীণ চেকও নারীদের মন মাতিয়ে তুলেছে। তবে তুলনা মূলকভাবে শাড়ীর দাম নাগালের মধ্যে।

মার্কেটে অনুসঙ্গসহ ভিন্ন ভিন্ন জিনিষের মুল্য একটু চড়া বলে দাবী করলেও দোকানীরা বলেছেন অন্য কথা। তারা বলছেন, ক্রেতাদেরকে প্রথমে একটু দাম বাড়িয়ে বলা হয়। পরে দামা দামি করে সহনীয় পর্যায়ে আসে। ক্রেতা সাধারণকে মালামাল না দিয়ে তাদের লাভ কোথায় ? লাভ না হলেও আসল তো উঠবে। এদিকে ক্রেতা সাধারণ জানালেন, গেল বছরের রং ও ডিজাইনের পোশাকের লেবেল লাগিয়ে নতুন বলে চালানোর চেষ্টা করছেন।

দামও হাঁকছেন তেমন। সব নাগালের বাইরে। তার পরও পরিবারের লোকজনের বায়নার কারণে কিনতে হচ্ছে অনুসঙ্গ। তবে বাজারে ভারতীয় কোন নায়িকা বা মডেলের নামে পোশাক নেই। মহামারী করোনার কারণে ভারতীয় পোশাক আমদানী করা যায়নি বলে মন্তব্য করেছেন অনেক দোকানী।

ফুটপাথের মার্কেটও বেশ জমেছে। অভিজাত্য বিপনীর যাবার যাদের সামর্থ নেই তাদের ভরসা ফুটপাথ। বড়বড় শপিং মলে যে সকল অনুসঙ্গ রয়েছে, দেখতে একই রকম অনুসঙ্গ রয়েছে ফুটপাথে। শুধু কোয়ালিটি একটু আলাদা। গাংনী, রায়পুর, জোড়পুকুর ও বামন্দি বাজারের ফুটপাথে সেই চেনা চিত্র। কি নেই এখানে? নিম্ন ও মধ্য বিত্তদেরকে ঈদের আনন্দ দেয়ার জন্য স্বল্প দামে হরেক রকম ডিজাইনের অনুসঙ্গ আমদানী করেছে ফুটপাথের দোকানীরা। ৩০০ টাকা থেকে শুরু করে ৫০০ টাকার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে শাড়ী। বাচ্চাদের পোশাক ২০০ টাকা থেকে ৪০০ টাকার মধ্যে। ফুটপাথের ব্যবসায়িরা জানালেন, বেচা বিক্রি বেশ ভাল। এখানে যেসব পোশাক প্রসাধনী পাওয়া যায় তা একেবারই কোয়ালিটি সম্পন্ন না তা ঠিক না। ফুটপাথ হলো গরীব ও মধ্যবিত্তদের শেষ ভরসা।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, কোন ছিন্তাই রাহাজানি কিংবা ইভটিজিংয়ের মতো কোন ঘটনা না ঘটে সেজন্য পুলিশ টহলের ব্যবস্থা রয়েছে। এখনও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ জানান, বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে। ক্রেতারা যাতে না ঠকে সেজন্য প্রশাসন সব সময় মার্কেটগুলেঅ নজরদারীতে রেখেছে। তার পরও কারো কোন অভিযোগ থাকলে সেটি জানালে তাৎক্ষনিক আইনী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসক সংকট

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। এখানে অপারেশনের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে সুসজ্জিত রুম। রয়েছে আধুনিক যন্ত্রপাতি। অথচ এ অপারেশন থিয়েটারটি কোন কাজে আসছে না। চিকিৎসক সংকটের

সালে নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়। এখানে মোট ডাক্তারের পদ ৩০ টি। এর মধ্যে ১০ টি(জুনিয়র কনসালটেন্ট) বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পদ রয়েছে। বিশেষজ্ঞ পদ পুরুণ হয়নি দীর্ঘদিনেও।

মেডিকেল অফিসারের ১৮ জনের বিপরীতে রয়েছেন ছয় জন। ইমার্জেন্সী মেডিকেল অফিসারের পদটি শুণ্য স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জন্মলগ্ন থেকে। ইনডোর ও আউটডোর সেবাটি সেকমো ও সাব-সেন্টারের চিকিৎসক দিয়ে চালানো হচ্ছে। তবে নার্স সংকটটি কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়েছে। একজন শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসহ দুই জন মেডিকেল অফিসার আছেন মাতৃত্বকালীণ ছুটিতে। আরো দুজন চিকিৎসক রয়েছেন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ডেপুটিশনে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আহমেদ রায়হান শরীফ জানান, ইতোমধ্যে তিনি ডাক্তার সংকটের বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। অপারেশন করাতে হলে সরকারী কিছু নিয়ম রয়েছে। বাইরে যে চিকিৎসক অপারেশন করেন তাতে কোন বাঁধা না থাকলেও সরকারী নিয়মে সেটি রয়েছে। ডাক্তার সংকট কাটিয়ে উঠলে অপারেশনের ব্যবস্থা করা হবে।

মেহেরপুরে নতুন ০৬ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আজ ০৬ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে মেহেরপুর সিভিল সার্জন মেহেরপুর প্রতিদিন কে নিশ্চিত করেছেন।

এর মধ্যে সদর উপজেলায় ০৫ জন, গাংনীতে ০১ জন। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাড়িয়েছে ৯১৮ জনে। ১৪ মার্চ ২০২১ থেকে আজ পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা- ১৪৮ জন।

সোমবার সন্ধ্যায় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা.নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আজ প্রাপ্ত ২৯ টি রিপোটের মধ্যে ০৬ টি পজিটিভ। এ

পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৬৬৪৮ টি। নমুনা পাঠানো হয়েছে ১১টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে আক্রান্ত রয়েছেন ২৩ জন। এর মধ্যে সদরে-১১, গাংনীতে- ০৭, মুজিবনগরে- ০৫ জন। এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ২০ জনের। সুস্থ হয়েছেন ৮০৬ জন। অন্যত্র ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ৬৭ জনকে।

ভিন্ন ভাবে পাওয়া আক্রান্তরা হলেন- মেহেরপুর অগ্রণী ব্যাংকের আইরিন নাহার (২৭),গার্লস স্কুল পাড়ার সায়েম (২১), কাঁসারি পাড়ার মোহাম্মদ আলী (৫৫),বাসপাড়ার মাহাতাব উদ্দিন (৩৫),আলেয়া ফেরদৌস
(৬৩) ও গাংনী উপজেলার মাইলমারির আবুল কাশেম (৭৫)।